copies

★ অন্ধ্র নির্বাচনের শিক্ষা ★

SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA
CALCUTTA DISTRICT COMMITTEE
48 LENIN SARANI,
CALCUTTA-13

কম্যুনিষ্ট পার্টির রাজনৈতিক দেউলিয়া

পনাই কংগ্রেসের বিপুল জয়লাভের কারণ

অন্ধ্র নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল জয়লাভ ও কম্যুনিষ্ট পার্টির শোচনীয় পরাজয় কি রাজনৈতিক কি অরাজনৈতিক সর্ব্বস্তরের মানুষের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। নির্বাচনের ফলাফল একেবারেই অপ্রত্যাশিত বলিয়া সমস্ত মহল হইতেই প্রচার চালানো হইতেছে, প্রত্যেক মানুষই কম বেশী এই জয় পরাজয়ের কারণ সম্বন্ধে মাথা ঘামাইতেছে এবং ইহার নানা রকম বিশ্লেষণ বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল ও জাতীয়তাবাদী কাগজ গুলির তরফ হইতে করা হইতেছে। ইহা নিঃসন্দেহ যে অন্ধ্র নির্বাচন বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৬টি আসনের মধ্যে কংগ্রেসী যুক্ত ফ্রন্ট ১৪৬টি আসন অধিকার করিয়াছে, কম্যুনিষ্ট পার্টি—১৫টি প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টি ১৩টি এবংস্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২২ টি আসন অধিকার করিয়াছে। এককভাবে ইহারা কেহই বিরোধী পার্লামেন্টারী পার্টি গঠন করিবার অধিকারী নয়—কম্যুনিষ্ট পার্টি, প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টি এবং স্বতন্ত্র সদস্যদের মোট ৫০ জনের এক বিরোধী দল দাঁড় করানো যাইতে পারে মাত্র। আশ্চর্য্য ঘটনা! নির্বাচনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যেখানে প্রশ্ন ছিল কম্যুনিষ্ট পার্টি কত অধিক আসনে কংগ্রেসকে পরাজিত করিয়া সরকার গঠন করিবে সেখানে তাহাদের গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের স্বপ্নই শুধু চুরমার হইয়া যায় নাই কংগ্রেস এত অধিক সংখ্যক আসন লাভ করিয়াছে যে সমস্ত বিরোধী দলের সম্মিলিত শক্তি একত্রিত করিয়াও ৫০ জনের এর বেশী দাঁড়াইতেছেনা।

এখন প্রশ্ন হইল সবারই মত অনুযায়ী এই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ঘটনা কি কারণে সম্ভব হইল তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখা। নির্বাচন চলাকালীন "নিউএজ", "স্বাধীনতা" প্রভৃতি কম্যুনিষ্ট পার্টির কাগজগুলি পড়িলে ইহাই মনে হইত যে অন্ধ্রে কংগ্রেসের পরাজয় ও কম্যুনিষ্ট পার্টি পরিচালিত তথাকথিত "গণতান্ত্রিক সরকার" গঠন এক প্রকার সুনিশ্চিত। নির্বাচন চলাকালীন এই ধরনের প্রচারের পর আজ একথা বলার কি যুক্তি সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে যে, সঠিক অবস্থা কম্যুনিষ্ট পার্টি ঠিক অনুধাবন করিতে পারে নাই। তবে কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রচার কার্য্য পরিচালনার পিছনে বাস্তব ঘটনার কোন সম্বন্ধই থাকে না—ইহা শুধুমাত্র Subjective motive দ্বারা পরিচালিত হয়? তা না হইলে ঘটনা বিচারের ক্ষেত্রে উনিশ বিশ তারতম্য হইতে পারে কিন্তু ১৪৬ এবং ১৫র পার্থক্য ঘটা কি করিয়া সম্ভব? অবিশ্যি এর দ্বারা জনসাধারণের কাছে একটা জিনিষ পরিস্কার হইবে যে কম্যুনিষ্ট পার্টি নামধারী দলটির প্রচার কার্য্য পরিচালনার নীতি কিভাবে নির্দ্ধারিত হয়। এখন আলোচনা করিয়া দেখা যাক অন্ধ্র নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল জয়লাভ এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির শোচনীয় পরাজয় সম্পর্কে বিভিন্ন মহল হইতে কি কি বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। বাক্যবাগীশ নেহরুজী এ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে "অন্ধ্র নির্বাচনের ফলাফল শুধু জাতীয় নহে, আন্তর্জাতিক গুরুত্বেরও অধিকারী। নির্বাচনের ফলাফলে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে, অন্ধ্রের জনগণ অন্তরের অন্তঃস্থলে কংগ্রেসে বিশ্বাসী। কাজেই দেখিতে হইবে যে অন্ধ্রের ভাবী সরকার ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান যেন জনগনের উচ্চাকাঙ্খার পুরাপুরি মর্য্যাদা দিতে সক্ষম হয়" (পি. টি, আই—১১ই মার্চ্চ) কংগ্রেস সভাপতি ধেবর বলিয়াছেন—"নির্বাচনের ফলাফল কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধের" ইঙ্গিত বহন করিয়াছে।" এই রকম বিভিন্ন কংগ্রেসী ছোট বড় নেতা কংগ্রেসের জয়লাভে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। অন্ধ্র নির্বাচনের ঘটনাকে বামপন্থী সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা সৃষ্টি করার এবং কুৎসা রটনার কাজে সর্ব্বরকমে ব্যবহার করিতেছেন। ইহার সঙ্গে সুর মিলাইয়া জাতীয়তাবাদী পত্রিকা গুলিও অনেকেই অনেক রকমের মন্তব্য করিয়াছেন যার সারমর্ম মোটামুটি নিম্নোক্ত রূপ। তারা হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছেন যে সারা পৃথিবীতে পণ্ডিত নেহেরুর অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও প্রভাব বৃদ্ধিই জয়লাভের কারণ। এদের মতে খাদ্য সমস্যার সমাধান ও কণ্ট্রোলের অবসান, পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা ও বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা এবং

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী এম,এল, এ

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র

৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা | ১৪ই এপ্রিল '৫৫ | চার পয়সা

২৪শে এপ্রিল

এস, ইউ, সি দিবস পালন করুন

জনসমাবেশ :—২৪শে এপ্রিল ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের (এস, ইউ, সি, আই) প্রতিষ্ঠা দিবস। এই দিবস উপলক্ষ্যে সমস্ত প্রাদেশিক কমিটি জিলা কমিটি ও ইউনিটগুলি পথ-সভা, ঘরোয়া সভা, প্রাচীর পত্র ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার, গণফাণ্ড সংগ্রহ, পুস্তিকা বিক্রয় অভিযান ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের কার্য্যক্রম গ্রহণ করিয়াছে। বেকারীর বিরুদ্ধে, ভাগচাষীদের জমি হইতে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, বস্তী উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বশান্তির দাবী ও অন্যান্য বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে কলিকাতায় এক কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হইবে (স্থান পরে ঘোষণা করা হইবে)। সভায় সভাপতিত্ব করিবেন কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী এম, এল, এ। এই সভায় কমরেড শিবদাস ঘোষ, (সাধারণ সম্পাদক) সি ভি কে রাও (অন্ধ্র), কে পট্টভিরামাইয়া (অন্ধ্র) রঘুনাথ দাস (উড়িষ্যা) মাধব সিং (উড়িষ্যা) প্রীতিশচন্দ (বিহার) শঙ্কর সিং (বিহার) নারসিং সি (ইউ-পি) এ, সি ত্রিপাঠি (রাউলকেল্লা) এস, এ টমাস এ্যাডম (মহীশূর) নীহার মুখার্জী (পশ্চিম বাংলা) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ভাষণ দিবেন।

রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির :—এই উপলক্ষ্যে ২৫শে হইতে ২৭শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরে বর্তমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরে আলোচনা হইবে। শিক্ষা শিবিরে বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হইয়াছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ। শিক্ষাশিবির উদ্বোধন করিবেন কমরেড সি, ভি, কে, রাও (অন্ধ্র)। আগামী ২০শে এপ্রিলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের জিলা বা কেন্দ্রের কর্মীদের নাম, কর্মস্থল জিলা সম্পাদকের অনুমোদন পত্র সহ প্রাদেশিক দপ্তরে পাঠাইতে হইবে। অংশ গ্রহণ কারী সকলকেই বিছানা লইয়া আসিতে হইবে। শিক্ষাশিবিরের স্থান ও বিস্তারিত কার্য্যক্রমের জন্য প্রাদেশিক দপ্তরে যোগাযোগ করুন।

[সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক দপ্তর হইতে প্রচারিত।]

আবাদী কংগ্রেসের পরিকল্পনায় জনতার সমস্যার সমাধান হয় নাই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সর্ব্বোপরি আবাদী কংগ্রেসে "সমাজতান্ত্রিক ছাঁচে সমাজ গঠনের" প্রস্তাবই এই জয়লাভের ২য়, ৩য় ও চতুর্থ কারণ। কোন কোন পত্রিকা আবার অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাবে মন্তব্য করিয়াছেন যে পণ্ডিত নেহরুর স্থান আজ জনচিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তিনি দেশকে গড়িয়া তোলার জন্য যে আহ্বান করিয়াছেন তাহাতে নাকি জনসাধারণ ২য় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে। এই সমস্ত বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন মন্তব্যের উপর যথাযথ আলোচনা আমরা পরে করিতেছি।

গত সাধারণ নির্বাচনের তুলনায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা বর্ত্তমানে বহুগুনে বৃদ্ধি লাভ পাইয়াছে ইহাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইবার কারণ কি? খবরের কাগজগুলির মতানুযায়ী ভারতের বৈদেশিক নীতি, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও আবাদী কংগ্রেসে ঘোষিত সমাজতান্ত্রিক ছাঁচে সমাজ গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ জনিত পণ্ডিত নেহেরুর "অসাধারণ জনপ্রিয়তাই" কি কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি ও ইহার প্রতি জনতার আস্থা ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছে? অন্ধ্র নির্ব্বাচনে কমিউনিষ্ট পার্টির শোচনীয় পরাজয়ের কারণ সম্বন্ধে এই পার্টির নেতৃবৃন্দ বলিয়াছেন যে (১) প্রাক্তন মন্ত্রিসভার পতন, কংগ্রেসের ঐক্যফ্রন্ট গঠন ও অন্যান্য বহু ঘটনায় তাঁদের এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে জনগণ বোধ হয় কম্যুনিষ্ট পার্টিকেই বিকল্প পন্থা মনে করে এবং সেইজন্যই তাদের অনুমান ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে (২) বুদ্ধিজীবী ও মধ্যশ্রেণী কম্যুনিষ্ট পার্টিকে মন্ত্রীসভা গঠন করিতে দিতে রাজী ছিল না বরঞ্চ কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাকে সংযত করার জন্য বিরোধীতা করিতে দিতে ইচ্ছুক ছিল (৩) জমিদার শ্রেণীর শক্তিকে লঘু করিয়া দেখা যারা ভোটদাতাদের ১০—১৫% ভোট কংগ্রেসের পক্ষে দিতে সাহায্য করিয়াছে। (৪) কংগ্রেসী সংবাদপত্রগুলির অপপ্রচার ইত্যাদি।

এ সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধুনাতম বিশ্লেষণে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে:—

(১) "আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বশান্তির স্বপক্ষে,, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে এবং এশিয়ার সংহতির জন্য ভারত যে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিতেছে, আর কমিউনিষ্ট পার্টি যে বরাবর অবিচলিত ভাবে বিশ্বশান্তি এবং এশিয়ার সংহতির জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে—ঐ অভিনন্দনযোগ্য পরিণতির পথে তাহাও যে গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ"—এ সত্য অঙ্কের জনগণের কাছে ভালভাবে তুলিয়া ধরা হয় নাই।

(২) খাদ্য-পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা কিছুটা প্রশমিত হইয়াছে এবং কংগ্রেস কর্ত্তৃক "সমাজতান্ত্রিক ধরণের সমাজ, গঠন এবং বড় বড় প্রতিশ্রুতি জনতার মনে আশার আলো সঞ্চার করিয়াছে।

(৩) কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পতনের পর জনগণকে লইয়া যে স্তরের আন্দোলন গড়িয়া তোলা উচিত ছিল তা করা হয় নাই। ফলে অধিকতর গণ সমর্থন লাভ করা যায় নাই।

(৪) প্রতিক্রিয়াশীল ঐক্য ফ্রন্টের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট পার্টিকে একা লড়িতে হওয়ায় গণতান্ত্রিক ঐক্যের সরকার গঠনের শ্লোগানকে শুধু মাত্র কমিউনিষ্ট পার্টির একক সরকার গঠনের প্রচেষ্টা হিসাবে বিকৃত করা হইয়াছে এবং এই সুযোগে কমিউনিষ্ট ডিক্টেটারীর জিগির তুলিয়া জনতার মনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে।

(৫) ভোটে জয়লাভের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারে এক সন্ত্রাস সৃষ্টি করে—জমিদারেরা চাষী ও ক্ষেত মজুরদের উচ্ছেদ করার ও ঋণ না দিবার ভয় দেখায়। বহু এলাকায় কৃষকদের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে যাইতে দেওয়া হয় নাই এবং ব্যালট পেপার কেনা হয় ইত্যাদি।

প্রথমতঃ কম্যুনিষ্ট পার্টির বক্তব্যকেই ধরা যাক। এই নির্বাচনে কংগ্রেসের তরফ হইতে যদি কিছু কিছু সন্ত্রাসের চেষ্টা হইয়াও থাকে তাহা এমন পর্য্যায়ের নয় যাহার দ্বারা কোন নির্বাচনের জয় পরাজয় বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইতে পারে। কংগ্রেস সরকারের তরফ হইতে ইহা একেবারে অপ্রত্যাশিতও নয়। তাছাড়া এই নির্বাচন সম্পর্কে লোকসভায় (১১ই মার্চ) বিরোধী দলের সদস্যেরা স্বীকারোক্তি করিয়াছেন যে ভোটযুদ্ধ মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ জমিদার চক্র কংগ্রেসী শোষণযন্ত্রকে টিকাইয়া রাখিতে সাহায্য করিবে এবং তার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করিবে না এটাতো জানা কথাই ছিল তেমনি ইহাও জানা ছিল যে দেশের বেশীর ভাগ সংবাদপত্রগুলি কংগ্রেসের সমর্থনে প্রচার চালাইবে এবং কম্যুনিষ্ট পার্টি যখন বার বার আহ্বান সত্ত্বেও বামপন্থী ঐক্য প্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টাই করে নাই তখন কি ইহারা জানিতনা যে বিরোধী শক্তিগুলি সুযোগমত নিজ নিজ ভাবনা ধারণা অনুযায়ী প্রচার করিতে কসুর করিবে না? এসব ঘটনা তো জানাই ছিল অথচ পরাজয়ের ফলে এইগুলিকেই কারণ হিসাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য কি? একমাত্র দেশের জনসাধারণ ও দলের কর্মিবৃন্দকে যা হয় একটা কিছু বোঝাইবার চেষ্টা নয় কি? বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের দরুণ মধ্যবিত্তের উপর অর্থনৈতিক চাপ কিছুটা প্রশমিত হওয়ার ফলে ও আবাদী কংগ্রেসে, 'সমাজতান্ত্রিক ছাচে সমাজ', গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করার দরুণ ইহারা কংগ্রেসের দিকে ঝুকিয়াছে বলিয়া যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তার বিশেষ পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন। দেশের কে না জানে এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির বন্ধুরাও কি জানেন না, কংগ্রেসের এই সমস্ত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা আসলে মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ও কৃষকের জীবনের মূল সমস্যাগুলির সমাধানে সক্ষম হয় নাই। বেশীর ভাগ লোকের জীবন আজ সমস্যা সঙ্কুল ও দুর্বিসহ হইয়া উঠিতেছে। একদিকে নূতন নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ ও অপর দিকে চাকুরী, বাসস্থান বেকারী ও ছাঁটাইয়ের সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে; একমাত্র পঃ বাংলাতেই মোট ২ কোটি ৪৮ লক্ষ লোকের মধ্যে ১ কোটি ২ লক্ষ ২৪ হাজার ৮০৩ জন কর্মক্ষম লোক বেকার ও অর্দ্ধ-বেকার। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া যাওয়ার ফলে সহুরে লোকদের কিছু কিছু সুবিধা হইলেও দুঃস্থ চাষীর জীবনে কোন প্রকার আশার আলোই রেখাপাত করে নাই। ভাগ চাষীদের জমি হইতে উচ্ছেদের সমস্যা, ক্ষেতমজুরদের মজুরীর সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। চাষী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্টব্যক্তি মাত্রেই এই কথা স্বীকার করিবেন। একদিকে দেশকে শিল্পোন্নত করার জন্য তারস্বরে চীৎকার করা হইতেছে অন্যদিকে র‍্যাশনালাইজেশনের নামে শ্রমিক ছাঁটাই দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। জাতি গঠন, উৎপাদনবৃদ্ধি ও Industrial Peace-এর নামে শ্রমিকের Trade Union অধিকারের উপর সরকারী হস্তক্ষেপ দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাই উপরে উপরে জনতার জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের চেষ্টা করা হইতেছে বলিয়া মনে হইলেও সমাজের অন্তঃপ্রবাহী সমস্যা দৃঢ়ভাবে শিকড় গাড়িয়া বসিয়া আছে। ভারত সরকারের বৈদেশিক নীতি ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ও সমাজতান্ত্রিক ছাঁচে সমাজ গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির কাছে জাতিকে গড়িয়া তোলার একটি সুষ্ঠু পথ বলিয়া মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক; কারণ দেশের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকে ইহারা শ্রেণী সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিতে অভ্যস্ত নয়। জাতীয় কথাটার গাল ভরা বুলির আড়ালে এই সমস্ত পুঁজিবাদী শ্রেণীর প্রচ্ছন্ন দালালেরা সর্ব্বদাই শ্রেণী সংগ্রামের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করিতে ব্যস্ত। কিন্তু কম্যুনিষ্ট বলিয়া নিজেদের জাহির করিবার পর ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি কি করিয়া ঐ একই দৃষ্টি ভঙ্গিতে উপরোক্ত ঘটনাগুলির বিচার ও বিশ্লেষণ করে তাহা সত্যিই এক অভাবনীয় ঘটনা। বর্ত্তমান ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রবাদের যুগে কোন পিছিয়ে পরা পুঁজিবাদী দেশের পক্ষেই আজ আর একটানা পুঁজিবাদের পথে শিল্পোন্নতি করা সম্ভব নয়। মার্কসবাদের এই মূল্যবান সিদ্ধান্তটিকে না ভুলিলে আমাদের দেশের পিছিয়েপরা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ বুঝিতে কষ্ট হইত না; একদিকে নূতন নূতন শিল্পোন্নতি ও অপর দিকে বেকারী ও মজুর ছাঁটাই বৃদ্ধি এই পরস্পর বিরোধী ঘটনার স্বরূপ বুঝিতে আদৌ কষ্ট হইত না। শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করিতে হইলে একথা বুঝিতে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতাদের আদৌ কষ্ট হইত না যে আবাদী কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক ছাঁচে সমাজ গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ শুধু মাত্র জনসাধারণকে ধাপ্পা দেওয়ার একটা চাল নয়, ইহা ভারতীয় একচেটে পুঁজিবাদের ধীরে ধীরে ফ্যাসিবাদের

(৪ পাতায় দেখুন)

★ বস্তীবাসী উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলুন ★

ক'লকাতা উন্নয়ন (সংশোধিত) বিল কংগ্রেসী সরকার আইন সভায় পাশ করে নিয়েছে। এই আইন বিনা বাধায় পাশ করা সম্ভব হয় নি বরঞ্চ ব্যাপক বাধাকে উপেক্ষা করেই সরকার একমাত্র ভোটের জোরেই পাশ করেছে। এই আইনকে কেন্দ্র করে কলকাতার ১০ লক্ষ বস্তীবাসীদের মধ্যে এক প্রচণ্ড আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। তাদের কাছে একথা অত্যন্ত পরিস্কারভাবে দেখা দেয় যে এই আইনে ক'লকাতার উন্নয়নের কথা বলা হলেও আসলে সুকৌশলে বস্তীবাসীদের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রই করা হয়েছে। ক'লকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের হাতে সরকার যে ক্ষমতা তুলে দিয়েছে তাতে যে কোন মুহূর্ত্তে বস্তীগুলো উচ্ছেদের সম্মুখীন হতে পারে। প্রকৃত বস্তীবাসীদের কোন প্রতিনিধিই ট্রাষ্টের বোর্ডএ স্থান লাভ না করার ফলে সমস্ত সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের খাম খেয়ালীর ওপর নির্ভর করছে।

এই আইন পাশ করার ষড়যন্ত্রের খবর যখনই বস্তীবাসীরা জানতে পারে তখন থেকে এই আইনের বিরুদ্ধে তারা সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই আন্দোলন গড়ে তুলতে হলেও একথা ঠিক যে বস্তীবাসীরা অনেকেই বস্তীউচ্ছেদের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছেন। তারা দাবী করেছেন যে বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা না করে কোন ক্রমেই বস্তী উচ্ছেদ করা চলবে না। বস্তীবাসী উচ্ছেদকে প্রতিরোধ করতে ক'লকাতায় বিভিন্ন বস্তীর প্রতিনিধি এবং বেশীর ভাগ বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে গত ৬ই মার্চ রামমোহন লাইব্রেরী হলে এক সম্মেলনে "বস্তীবাসী উচ্ছেদ প্রতিরোধ সমন্বয় কমিটি" গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বস্তীবাসীদের উচ্ছেদের সমস্যাকে ঐক্যবদ্ধভাবে সমাধান করার উদ্দেশ্যে এই কমিটি গঠিত হলেও এ ব্যাপারে একদিকে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি অন্যদিকে প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টি এ ব্যাপারে কোন সাড়া দেয় নি। তারা সংযুক্ত কমিটিতে যোগ না দিয়ে দলীয় স্বার্থে পরিচালিত সংগঠনের মাধ্যমে পৃথকভাবে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে গেছেন। জনসাধারণ নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে যখন বস্তী উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সক্রিয় এবং সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার ছিল তখন প্রজাসোস্যালিষ্ট দল অর্থহীনভাবে 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলনের পন্থা গ্রহণ করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। আবার অন্যদিকে কম্যুনিষ্ট পার্টি পরিচালিত বস্তীসংগঠন বস্তীবাসীদের হতবাক করে দিয়ে 'বিজয়োৎসবের' হুল্লোর মাচায়। যখন উক্ত আইনে বস্তীবাসীর বহু দাবী অপূরিত তখন শুধু মাত্র ২৩নং ধারা প্রত্যাহারের সংবাদে তারা বিভিন্ন অঞ্চলে বিজয় উৎসব পালন করে আর একবার প্রমাণ করলেন যে তারা আজ আন্দোলনের পথকে পরিত্যাগ করে সহি সংগ্রহ ও প্রতিবাদের গণ্ডিতেই সমস্ত আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখতে চান।

যখন গত ২০শে মার্চ 'বস্তীবাসী উচ্ছেদ প্রতিরোধ সমন্বয় কমিটির' উদ্যোগে ময়দানে বিরাট জনসভা বস্তীবাসীদের দাবী আদায়ের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে অনুষ্ঠিত হয় তখন সেই দিনই বিভিন্ন এলাকায় কম্যুনিষ্ট পার্টি বিজয়োৎসব পালন করে। ঐ দিনই পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সংযুক্ত কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে এক ডেপুটেশনে ঘোষণা করেন যে সরকার বস্তীউচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর। বস্তী উচ্ছেদ করে সরকার পাকা বাড়ী করে দেবে যেখানে একটি ঘর যুক্ত ফ্ল্যাটের ভাড়া হবে ১৬ থেকে ২০ টাকা। দ্বিতীয়তঃ একথাও তিনি জানান যে ঠিকা-প্রজাদের কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতেও সরকার নারাজ। এর বিরুদ্ধে সংযুক্ত কমিটি প্রস্তাব করে যে পাকা বাড়ী হয় বর্ত্তমানে যে যে ভাড়ায় আছে সেই ভাড়ায় দিতে হবে নতুবা কোনক্রমেই সেই ভাড়া ১০৲ টাকার অধিক হতে পারবে না। কারণ কমিটির অভিমত যে ২০৲ টাকা ভাড়া দিতে হ'লে শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী বস্তীবাসী উচ্ছেদ হবে। দ্বিতীয়তঃ ছোট ছোট ঠিকা-প্রজাদের বাড়ী তোলার জন্য জমি এবং বিনা সুদে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দিতে হবে—জমিদারদের কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া চলবে না। নতুবা যে সমস্ত ঠিকা-প্রজা এর দ্বারাই কোনক্রমে জীবিকাপোর্জ্জন করে তারা মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এই সমস্ত দাবীর ভিত্তিতে গত ৩১শে মার্চ হাজার হাজার বস্তীবাসী "বস্তীবাসী উচ্ছেদ প্রতিরোধ সমন্বয় কমিটির" নেতৃত্বে এসেম্বলী অভিযানে যোগ দেয় এবং সারা ক'লকাতায় এক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

বস্তীবাসীদের কাছে বক্তব্য যে সমস্ত বাধাকে উপেক্ষা করে এই আইন পাশ করলেও সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে বস্তী উচ্ছেদকে প্রতিরোধ করতে হবে। যে দাবী সংযুক্ত কমিটি পেশ করেছে সেই সমস্ত দাবীর ভিত্তিতে প্রতিটি বস্তীতে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বস্তীবাসীদের এ ধরণের মনোবল গড়ে তোলা প্রয়োজন যে উচ্ছেদকে প্রতিরোধ করতে তারা যে কোন স্তরের আন্দোলন গড়ে তুলতে পিছু পা হবেন না। হয় বস্তীবাসীদের দাবী মেনে নেও নয়তো বস্তী ছাড়বো না" এই দাবীকে ভিত্তি করেই বস্তীবাসীদের সংঘবদ্ধ করতে হবে। বস্তীতে বস্তীতে কমিটি গড়ে তোলা এবং স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা বস্তী কর্মীদের আজকের দিনে সবচেয়ে জরুরী কার্য্যক্রম। সেই পথেই এগিয়ে আসতে প্রতিটি বস্তীবাসীকে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

কাব্য-সমালোচনা

বাংলার ক্ষেতে খামারে কলে কারখানায় অফিস-কাচারীতে তিলে তিলে জীবন ক্ষয় ক'রে যারা রক্তের আঁখরে নতুন দিনের ইতিহাস লিখছে তাদের কথা তাদের আশা আকঙ্খার প্রকাশ দীর্ঘদিন হ'তে বাংলা সাহিত্যে স্থান পেয়ে আসছে। তবে সে প্রকাশ স্থান কাল পাত্র নিরপেক্ষ নয়—যুগে যুগে কালে কালে তার পরিবর্ত্তন ঘটেছে, রসে—রূপে—ভাবে। কল্লোল-যুগের রোম্যান্স ধর্ম্মী কুমোর-ছুতোরের কবির দিন পার হয়ে বাংলা সাহিত্য এসে দাঁড়িয়েছে নতুন একদল লেখকের হাতে। আভিজাত্য এদের নেই, কাঞ্চন-কৌলিন্যের মহিমায় এদের জীবন সমুদ্ভাষিত নয়, সাহিত্যের কায়েমী স্বার্থের সমালোচকদের কাছে এরা অচ্ছুৎ। কিন্তু তবুও এদের ডাকে বাংলার গ্রামীন প্রাণ সহরের শ্রমিক জীবন সাড়া দেয়। গগন বিহারী মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সম্পত্তি হিসাবে যে সাহিত্য এতদিন চলে আসছিল, পবিত্র আর্ট চর্চ্চার নামে যা মানুষকে সংগ্রাম বিমুখ করে তুলতে চাচ্ছিল, এদের হাতে পড়ে বানচাল হতে চলেছে। সাহিত্য আজ আর ব্যক্তি বিশেষের ভালোলাগা মন্দ-লাগা নয়, আজ তা শোষিত মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার; সাহিত্যিক নিজেকে জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে শম্বুক আস্তরণের মধ্যে গুটিয়ে নিতে পারে না। আজ সে শ্রমিক-কৃষক-নিম্নমধ্যবিত্তের সংগ্রামে সামিল।

কমরেড রফিক এঁদেরই একজন। তাঁর 'রক্তলেখা' তাঁদেরই রক্ত দিয়ে লেখা, যাদের খুনে রাঙা হয়ে আছে বিপ্লবের ইতিহাস। পিয়ানোর টুং টাং, ছন্দের ঘুম পাড়ানি আমেজ এতে নেই ঠিকই, কিন্তু এতে আছে যে উত্তাপ যে ঘৃণা শোষিত মানুষের বুকে জ্বলছে শোষক অত্যাচারীর বিরুদ্ধে, সহৃদয় হৃদয় সংবাদী মনে সে লেখা আগুনের ছোঁয়াচ বুলিয়ে দিয়ে যায়, বিচ্ছিন্ন গণদেবতাকে একত্রিত করে সংগ্রামের পতাকাতলে, উদ্বুদ্ধ করে নয়া জমানা কায়েম করতে।

শুধু আঙ্গিক নয়, ভাবও এর লক্ষ্যনীয়। আরাম কেদারায় দেহ এলিয়ে "কবি কবি ভাবে" অলস জীবনের প্রশস্তি গেয়ে এমনি করেই দিনগুলি কাটিয়ে দেবার বাসনা এতে নেই, আছে কঠিন মৃত্যুপন শোষণ মুক্ত সমাজ আনবার।

উৎপীড়িত যারা, অপমানিত অবহেলিত যারা, সমাজের কাছে যাদের স্বীকৃতি নেই, সেই দরিদ্র কৃষক কুলেই কমরেড রফিকের জন্ম। সুন্দর বনের তামাটে ধূসর মাটি যে চাষীর ফালের আঘাতে খান খান হয়, অথচ যাদের ঘরে একমুঠা অন্ন থাকেনা তাদের জীবনের যে কি ব্যথা, তা এই তরুণ কবি নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছেন। জমিদার জোতদারের মর্ম্মান্তিক শোষন সরকারী খাতায় চোরাকারবারী নামধারী প্রকিওরমেণ্টের শীকার গরীব চাষী অনাহার ক্লিষ্ট ক্ষেতমজুর—এদের রক্ত কবির শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত। তাই তাঁর 'রক্তলেখায়' লাল রক্তের স্রোত বইছে, নীল রক্তের স্থান সেখানে নেই।

এ পৃথিবীর শুধু অন্ধকারের দিকই কবির চোখে পড়েনি, সেই অন্ধকারকে ভেদ করে নতুন দিন কেমন করে জাগছে তারও ইঙ্গিত তার কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়। যারা শুধু অন্ধকার দেখে তারা সিনিক। অন্ধকার শেষ হবে, নতুন সূর্য্য উঠবে, তার রক্তিম ছটা পূর্ব্বাচলে দেখা দিয়েছে। সে বাস্তব সত্যের জয়গাথা 'রক্তলেখায়' আছে।

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

একদিকে "নেহরু স্তুতি" অপর দিকে কংগ্রেস বিরোধীতা সত্যিই হাস্যকর

(২ পাতার শেষাংশ)

দিকে পদক্ষেপের এক সুষ্ঠু অভিযান। এবং ভারতীয় একচেটে পুঁজিবাদ ও লগ্নী পুঁজির স্বার্থেই মূলতঃ ভারত সরকারের যে বৈদেশিক নীতি পরিচালিত হইতেছে এবং যে বৈদেশিক নীতির পিছনে কাজ করিতেছে ভারতীয় পুঁজিপতিদের দুনিয়ার বাজারে এক শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশ হিসাবে গড়িয়া ওঠার আকাঙ্খা, যে নীতির পেছনকার কথা হইতেছে কি করিয়া বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে দুইটি পরস্পর বিরোধী শিবিরের দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করিয়া, ভারতীয় লগ্নী পুজির প্রসারের জন্য (এক কথায় বিদেশের বাজার অধিকতর পরিমাণে শোষণ করার মানসে) পূর্ব এশিয়া ও Middle East এর বাজারে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করা যায়। এ হেন ভারতের বৈদেশিক নীতিকে জনসাধারণের আশা আকাঙ্খার প্রতীকও প্রগতিশীল বলিয়া আখ্যা দেওয়া কম্যুনিষ্ট বলিয়া পরিচয় দিয়াও কি করিয়া ইহাদের পক্ষে সম্ভব হইল ইহা এক তাজ্জব ব্যাপার। যেখানে পণ্ডিত নেহরুকে প্রগতিশীল বলিয়া তারিফ করার বদলে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর অত্যন্ত কৌশলি রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসাবে জনসাধারণের সামনে তুলিয়া ধরার প্রয়োজনীয়তা আজকের দিনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজ সেখানে জনমনে ক্রমাগত নেহেরুজীর সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিতে কম্যুনিষ্ট পার্টি সবচেয়ে বেশী সহায়তা করিয়াছে ও আজও করিয়া চলিতেছে। কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতারা একথা বুঝিতে অক্ষম, বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সোভিয়েট রাষ্ট্র ও নয়াচীন সরকারের পক্ষে যা সত্য ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষে তা সত্য নাও হইতে পারে। শ্রমিক রাষ্ট্র হিসাবে যুদ্ধ ও শান্তির পরিপ্রেক্ষিতে পুজিবাদী রাষ্ট্রজোট হইতে নেহেরু সরকারকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজনে নেহেরু সরকার সম্বন্ধে যে নীতি আজ সোভিয়েট রাশিয়া ও নয়াচীন সরকার গ্রহণ করিয়াছে ভারতীয় শ্রেণী সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর সেই একই নীতির বাস্তব প্রয়োগ ভিন্নতর হইতে বাধ্য। যে কম্যুনিষ্ট পার্টির কাজ ছিল জনসাধারণকে বোঝান যে চৌ-নেহেরু পঞ্চনীতির মধ্যে চীনের শান্তি আকাঙ্খা ও ভারত সরকারের শান্তি আকাঙ্খার স্বরূপ এক নয় মূলতঃ পরস্পর বিরোধী সেখানে কম্যুনিষ্ট পার্টি ভারতীয় জনসাধারণের মনে নেহেরুজীকে যথার্থ শান্তিকামী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। পিছিয়ে পড়া পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসাবে নেহেরুজী ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে একদিকে মিলিটারী শক্তিবৃদ্ধি করিতে ও অপর দিকে শিল্পোন্নতির পথে বিশ্বের বাজারে Anglo American পুঁজিপতিদের সাথে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড়াইতে। এক কথায় লগ্নি পুজির তথা ভারতীয় পুজিপতিদের সাম্রাজ্যবাদী আশা আকাঙ্খা বাস্তবে রূপায়িত করার রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে ভারত সরকারের তথাকথিত প্রগতিশীল (?) বৈদেশিক নীতি গড়িয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেসী সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক পরিকল্পনা ও সমাজতান্ত্রিক ছাচে সমাজ গড়ার প্রস্তাব গ্রহণের পেছনকার এই সমস্ত ঘটনা জনসাধারণের কাছে তুলিয়া ধরা তো দূরের কথা কম্যুনিষ্ট পার্টি এইগুলি সম্বন্ধে যে রাজনৈতিক মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীকে জাতীয় ঐক্যের ধূয়া তুলিয়া একদিকে শ্রেণী সংগ্রামকে বানচাল করিবার ও অন্যদিকে নিজেদের শাসন শোষণকে আরও শক্তিশালী ও সুসংবদ্ধ করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে। পণ্ডিত নেহেরু ও কংগ্রেসের বিভিন্ন রকমের ধাপ্পাবাজী নানা উন্নয়ণ মূলক পরিকল্পনা বৈদেশিক নীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে জনসাধারণকে যথাযথ ভাবে ওয়াকিবহাল করা হয়ই নাই। উপরন্তু এমন ভাবে প্রচার চালান হইতেছে যে দেশের জনসাধারণ সহজেই মনে করিবে যে কংগ্রেসের এই সমস্ত কার্য্যকলাপ প্রগতিশীল ও জনস্বার্থের প্রতীক। কাজেই কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির পেছনে কংগ্রেস বিরোধী বামপন্থী দলগুলির বিশেষ করিয়া ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির রাজনৈতিক দেউলিয়াপনাও নেহেরু Tailism ই কার্য্যতঃ দায়ী।

কংগ্রেস সরকারকে উচ্ছেদ করিতে হইলে একদিকে নেহেরুজী সম্বন্ধে অর্থহীন রাজনৈতিক দুর্ব্বলতা, তাঁর সাথে একই সুরে সুর মিলাইয়া জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও জাতীয় ঐক্যের বুলি কপ্‌চান ভারত সরকারের বৈদেশিক নীতিকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে শান্তি ও এশিয় সংহতি গড়িয়া তুলিবার এমন মহান পথ হিসাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন অপর দিকে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার কথা জনতার সামনে বলা সত্যিই হাস্যকর। পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লব সফল করা তো দূরের কথা এই ধরণের মেরুদণ্ডহীন অবৈজ্ঞানিক রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের দ্বারা ভোট যুদ্ধেও কংগ্রেসকে পরাজিত করা অসম্ভব এই কাণ্ডজ্ঞান টুকুও যদি অন্ধ্র নির্ব্বাচনের ফলাফল হইতে কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতারা অর্জন করিয়া থাকেন তো অবিলম্বে বর্তমান সরকার ও তাঁর বৈদেশিক নীতি বিশেষ করিয়া নেহেরুজী সম্বন্ধে তাহাদের প্রচারের ধারা পরিবর্ত্তিত হওয়া দরকার। না হইলে ধীরে ধীরে দেশ শান্তির বুলির আড়ালে দৃঢ় পদক্ষেপে ফ্যাসিবাদের দিকে অগ্রসর হইয়া যাইবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমশঃই বেশী করিয়া কংগ্রেসের দিকে ঝুকিতে থাকিবে কারণ শ্রমিকশ্রেণী যদি বিপ্লবী সংগ্রামের পরিবেশ সৃষ্টি করিতে অক্ষম হয় তো জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী Movementএর শক্তিশালী ঘাটিতে পরিণত হইবে। এই পরিস্থিতিকে রুখিতে হইলে অবিলম্বে দেশের রাজনৈতিক আকাশে যে ধোয়াটে আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে, তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম দ্বারা কংগ্রেসী সরকারের বিশেষ করিয়া নেহেরুজীর প্রতি কার্য্যকলাপের পিছনে একচেটে পুঁজি ও লগ্নি পুঁজির যে স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে তাহা তুলিয়া ধরিতে হইবে ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তীব্র শ্রেণী সংগ্রাম সংগঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। এই কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দল দ্বারাই সম্ভব। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি তার অতীত কার্য্যকলাপের দ্বারা বহুবার প্রমাণ করিয়াছে যে এই দল আসলে পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক দল এবং বর্ত্তমানের কার্য্যকলাপের দ্বারও ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে যেহেতু বুর্জোয়া শ্রেণী কর্ত্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত হইবার পর জাতী বুর্জোয়া শ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকা ঐতিহাসিক ভাবেই শেষ হইয়া গিয়াছে সেই হেতু ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি ও বিপ্লবের রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় স্বার্থ ইত্যাদি বুর্জোয়া বুলির আড়ালে শ্রেণী সংগ্রামকে কার্য্যতঃ বর্জন করিয়া নেহেরু তোষণ নীতিকেই তাহাদের রাজনীতি করিয়া তুলিয়াছে। এই দিক হইতে বিচার করিলে কম্যুনিষ্ট পার্টি দ্বারা ভারতের কংগ্রেসী রাষ্ট্রের উচ্ছেদ ও ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর উচ্ছেদ সাধন অসম্ভব ইহা বোঝা কষ্টকর নয়। সে ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর সত্যিকারের দল তা সে যত ছোটই হউক না কেন তাহাকে সর্বপ্রকারে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তোলাই আজ প্রত্যেকটি মেহনতি মানুষের কর্ত্তব্য। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের মতাদর্শ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও ইতিহাস প্রমান করিয়াছে যে একমাত্র এই দলই কংগ্রেসী ধাপ্পাবাজীর মুখোস খুলিয়া দিতে সক্ষম। অন্ধ্র নির্বাচনের ফলাফল একটি শিক্ষাই জনসাধারণকে দিয়াছে যে পার্টিই কম্যুনিষ্ট তাহাদের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন কাজের দ্বারা পুঁজিপতি শ্রেনীকেই পরিপুষ্ট করিয়াছে ও বর্তমানেও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে আরও শক্তিশালী হইতে কার্য্যতঃ সহায়তা করিতেছে।

কাব্য সমালোচনা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

'রক্তলেখা' (কবিতার বই) লেখক : মোহাম্মদ রফিক উল্লাহ্। প্রকাশক কিশোর লাইব্রেরী, ৬ দেবাজুদ্দিন রোড, মনির. তট, ২৪ পরগণা। ছয় আনা।

উড়িষ্যা—

ব্যবসায়ী কর্মচারী সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশন

গত ১৭।৩।৫৫ তারিখে কটক টাউন হলে ব্যবসায়ী কর্মচারী সঙ্ঘের দশম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় :—

(১) দোকান কর্মচারীদের সাপ্তাহিক ছুটি আইন সর্বক্ষেত্রে ঠিকমত কেন চালু হইতেছে না সে সম্পর্কে সরকার যাতে তদন্ত করে এবং অবিলম্বে এই আইন চালু করে সেই মর্মে দাবী করা হয়

(২) উড়িষ্যায় যাহাতে দোকান আইন (Shops Establishment Act) চালু হয় (যে আইন অন্যান্য প্রদেশে চালু হইয়াছে) সেই জন্য দাবী পেশ করা হয়।

(৩) সমগ্র উড়িষ্যার দোকান কর্মচারীদের একটি সম্মেলন আগামী জুন মাসে ডাকা স্থির হয়।

সুরজমল সাহাকে (এডভোকেট) সভাপতি ও বিচিত্রানন্দ চৌধুরীকে সম্পাদক করিয়া আগামী বৎসরের জন্য দোকান কর্মচারী সঙ্ঘের এক কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক ২৩ নং ডিক্‌সন্ লেন পরিবেষক প্রেসে মুদ্রিত ও ৪৮ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।